ভোরের কাগজ

৪।

SEP 1 4 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

এসএসসিতে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বাধ্যতামূলক করা হোক

ফরাসি বীর নেপোলিয়ন সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠনের জন্য শিক্ষিতা মায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। জাতি গঠনে শিক্ষিতা মায়ের ভূমিকা যে সর্বাগ্রে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল দেশেই নারীকে মায়ের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সন্তান ধারণ, প্রতিপালন, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, অন্ন, বস্ত্রসহ নানাবিধ সাংসারিক ও সামাজিক কাজ সমাধা করতে হয়। এ জন্য যে, শিক্ষার প্রয়োজন তা কেবলমাত্র প্রথাগত বা পারিবারিক শিক্ষা দ্বারাই সম্পূর্ণ হয় না, পুঁথিগত শিক্ষা অপরিহার্য। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে উন্নত বিশ্বে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য অর্থনীতি শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অথচ আমাদের দেশে এ বিষয়ে শিক্ষার গুরুত্ব চরমভাবে অবহেলিত। কেননা, এসএসসির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরের পাঠ্যক্রমে বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসেবে পরিগণিত। সরকার যেখানে নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশে এবং মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণে আকৃষ্ট করার জন্য ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন সেখানে এসএসসি পর্যায়ে পাঠ্যবিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বোর্ডের উদাসীনতা প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়টি পাঠ্য হিসেবে থাকলেও এসএসসির পাঠ্যসূচিতে তা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রয়েছে। ১৯৯৪-৯৫ এ এসএসসির পাঠ্যক্রমে বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে ঘোষণা করা হলেও পরবর্তী সময়ে তা আবার ঐচ্ছিক হিসেবে ঘোষিত হয়। ফলে মেয়েদের জন্য এ বিষয়টি গ্রহণে কোনো বাধ্যবাধকতা থাকছে না। অথচ এ স্তরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান যে অপরিহার্য তা অনস্বীকার্য। কারণ আমাদের দেশে এসএসসি পাসের পর ৬০% ছাত্রী নানা কারণে পরবর্তী স্তরে পড়ার সুযোগ পায় না, তাদের কর্মজীবন বা সংসার জীবনে যেতে হয়। আবার যারা পরবর্তী স্তরে পড়ার সুযোগ পায় তাদের মধ্যে বড়োজোর ১০% ছাত্রী এইচএসসিতে বিষয়টি পড়ার সুযোগ পায়, আর এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার দ্বার ও একেবারে সীমিত। ফলে এ বিষয়টির উপর জ্ঞানলাভের সুযোগ কম মেয়েদেরই ঘটে। অথচ বিষয়টি এসএসসিতে বাধ্যতামূলক করা হলে প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ সকল ছাত্রীই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করতো। যার জ্ঞান বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারতো।

মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য বিষয়াদির মধ্যে গার্হস্থ্য অর্থনীতিই একমাত্র বিষয় যার সম্পূর্ণটাই বাস্তব জীবনে কাজে লাগে। এর প্রয়োগিক মূল্য অপরিসীম।

জাতি গঠনের মূল ও প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে পরিবার যেখান থেকে বের হয়ে আসবে জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, আর সেই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মা। মায়ের শিক্ষার গুরুত্বকে অস্বীকার করে সুষ্ঠু সমৃদ্ধ জাতি গঠনের চেষ্টা বৃথা প্রয়াস মাত্র। আর স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারের যাবতীয় প্রচারণা সার্থক হবে যদি প্রতিটি মা তার পরিবারের প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। বলা বাহুল্য, এ সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে তার গার্হস্থ্য অর্থনীতির জ্ঞান। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই জানেন পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা, সংসার পরিচালনা সংক্রান্ত হেন কাজ নেই যা এ বিষয়টির আওতাধীন নয়। তদুপরি, এ শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন। এ জাতীয় জীবনধর্মী এবং কর্মমুখী শিক্ষাকে জাতির বৃহৎ স্বার্থে অনতিবিলম্বে এসএসসির পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করা হোক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হাসিনা বেগম
শিক্ষিকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্কুল ও কলেজ, সাভার, ঢাকা।